দাদ বা রিংওয়ার্ম চর্মরোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার

দাদ কি?

'দাদ বা দাউদ' একটি ছত্রাক বা ফাঙ্গাল জনিত ত্বকের রোগ। ডার্মাটোফাইট নামক ছত্রাকের সংক্রমণে দাদ হয়। একে রিং ওয়ার্ম (Ringworm), এবং ডাক্তারি ভাষায় টিনিয়া (Tinea) অথবা ডার্মাটোফাইটোসিস (Dermatophytosis) বলা হয়। দাদ এক ধরনের ছোঁয়াচে রোগ। তাই পরিবারের কেউ এমন রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা উচিত। নইলে অল্পদিনেই বাকিদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দাদ বা রিংওয়ার্ম এর কারণ

- ডার্মাটোফাইট নামক ছত্রাকের সংক্রমণের কারণে দাদ হয়ে থাকে।
- সাধারনত ভেজা বা স্যাঁতস্যাঁতে ও আদ্র জায়গা ও আবহাওয়াতে, যেখানে পর্যাপ্ত আলোবাতাস পৌছায় না সেখানে এ ধরনের জায়গায় ছত্রাকের জন্ম হয়।
- অপরিস্কার অপরিচ্ছন্নতা, আটসাট অন্তর্বাস, অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করলে। একই কাপড় না ধুয়ে দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে দাদ হয়ে থাকে।
- সংক্রামক ব্যক্তির কাপড়, মোজা, গামছা, তোয়ালে, চিরুনি ব্যাবহার করলেও দাদ সংক্রমিত হতে পারে।
- সাধারণত অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শরীর, দীর্ঘ সময় ভেজা থাকে এমন শরীর, ত্বকে ক্ষত আছে এমন শরীরেই ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- যারা বেশি ঘামেন এবং যাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি।
- পোষ্য প্রাণী থেকেও ছড়াতে পারে।

কোথায় বেশি হয়

শরীরের যে জায়গায় সংক্রমণ হয় সেই জায়গার নামানুসারে দাদের নামকরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরুপঃ

- *টিনিয়া কর্পোরিস (Tinea Corporis):* গায়ের কোন জায়গায় ছত্রাকের সংক্রমণ হলে তাকে সাধারণত টিনিয়া কর্পোরিস বলা হয়।
- *টিনিয়া ক্যাপিটিস (Tinea Capitis):* মাথার ত্বকে ছত্রাক সংক্রমণ।
- *টিনিয়া ক্রুরিস (Tinea Cruris):* কুঁচকিতে ছত্রাকের সংক্রমণ।
- *টিনিয়া আঙ্গুইয়াম (Tinea Unguium):* নখের ছত্রাক সংক্রমণ।
- *টিনিয়া ম্যানুম (Tinea Manuum):* হাতের ছত্রাক সংক্রমণ।
- *টিনিয়া পেডিস (Tinea Pedis):* (অ্যাথলেটস ফুট)ঃ পায়ের ছত্রাক সংক্রমণ।
- *টিনিয়া বারবে (Tinea Barbae):* দাড়িতে ছত্রাক সংক্রমণ।

রোগ নির্ণয়ঃ

সাধারণত লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্কিন স্ক্রাপিং নিয়ে অনুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে ছত্রাক নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য টেস্ট করার প্রয়োজন হতে পারে।

কোন ধরণের ছত্রাকের দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করতে হলে ফাংগাস কালচার (Culture) করতে হয়।

দাদ বা রিংওয়ার্ম এর লক্ষণ

- আক্রান্ত স্থানে প্রথমে ছোট ছোট লাল গোটা সৃষ্টি হয় ও চুলকাতে থাকে।
- আস্তে আস্তে আক্রান্ত স্থানে বাদামী বর্ণের ফুসকুড়ি দেখা যায় এবং স্থানটি বৃত্তাকার (গোলাকার চাকার ন্যায়) ধারন করে যার কিনারাগুলো কিছুটা উঁচু ও লাল রঙের হয়। কখনো কখনো শুষ্ক ত্বক বা আঁশ দেখা যায় আবার ছোট ছোট পানিযুক্ত ফুসকুড়িও দেখা যায়।
- সময়ের সঙ্গে রিং বা চাকার পরিধি ক্রমাগত বাড়তে থাকে আর চাকার মাঝখানের অংশ ভালো হয়ে যেতে থাকে।
- অক্রান্ত স্থান অত্যন্ত চুলকায়। অতিরিক্ত চুলকানোর কারণে জ্বালাপোড়া করে।
- ক্ষতস্থান থেকে খুঁশকির মত চামড়া উঠতে থাকে। কখনো কখনো পানি বা পুঁজ ভর্তি গোঁটা দেখা যায়।
- মাথায় দাদ হলে আক্রান্ত স্থানটি ফুলে লাল হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানের চুল পড়ে যায়, এবং টাক দেখা যায়। টাকে কালো ছোপ দেখা যায়। চুলকানি হয়।
- কুঁচকিতে বা কোমরে হলে প্রথমে ফোলা ও লালচে ভাব হয়। আস্তে আস্তে চামড়া সাদা ও পুরু হয়ে যায় এবং নিতম্বে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত জায়গা খসখসে হয়ে পড়ে এবং খোসা হয়ে ঝড়ে পড়ে। এসময় তীব্র চুলকানি হয়।
- নখে হলে প্রাথমিক পর্যায়ে নোখ লালচে বর্ণ ধারণ করে ও ফুলে যায়। ধীরে ধীরে আক্রান্ত নোখ কালো, হলুদ অথবা সবুজ রঙের হতে পারে। সংক্রমণ বেড়ে গেলে নখ মোটা, অস্বচ্ছ ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।
- সাধারণত পায়ের পাতার উপরের ত্বকে পায়ের তলায় আঙ্গুলের ফাকেঁ এই ছত্রাক রোগ সংক্রমিত হয়। পায়ে হলে পায়ের পাতা ও আঙ্গুলের চামড়া শুকিয়ে যায় এবং খোসা হয়ে ঝড়ে পড়ে। চামড়া ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- প্রথমে পায়ের চার ও পাঁচ নম্বর আঙ্গুলের ফাকেঁ এই সংক্রমন হতে দেখা যায়। তারপর অন্যান্য আঙ্গুলের ফাকেঁও দেখা দিতে পারে। পায়ের আঙ্গুলের চামড়া সাদা, নরম ও স্পঞ্জের মত হয়ে যায়। তীব্র সংক্রমণে পায়ে ক্ষত হয়ে পুজ জন্মায় এবং আক্রান্ত স্থানে তীব্র ব্যাথা ও চুলকানি হয়। এসময় পা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

দাদ বা রিংওয়ার্ম প্রতিরোধে করণীয়

জীবন ধারা বা লাইফস্টাইলের পরিবর্তনের মাধ্যমে দাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যকর কিছু অভ্যাস এবং দৈনন্দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে দাদ সংক্রমণ রোধ করা যায়ঃ

- ঘন ঘন আপনার হাত ধুয়ে নিন, বিশেষ করে বাহিরে অন্য মানুষের স্পর্শে যেকোন জিনিস স্পর্শ করার পরে।
- আক্রান্ত স্থানগুলি প্রতিদিন ধুয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিন। ত্বকের ভাঁজ, পা, কুঁচকি এবং আপনার পায়ের আঙ্গুলের মাঝখানের অংশে পর্যবেক্ষনে রাখা।
- আক্রান্ত স্থান শুকনো রাখুন।
- পরিস্কার, ঢিলেঢালা এবং শুষ্ক কাপড় (বিশেষত সুতি কাপড়) এবং অন্তর্বাস পড়িধান করুন।
- ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র অন্যকে ব্যবহার করতে দিবেন না, অন্যের ব্যবহার করা সামগ্রী এড়িয়ে চলুন।
- এটি ছোঁয়াচে রোগ, তাই পরিবারে একজনের হলে তার কাপড় চোপড় আলাদা করে ফেলুন এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
- প্রতিদিনের পরিধেয় কাপড় যেমন: গেঞ্জি, মোজা, আন্ডারওয়্যার প্রতিদিন ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করার পর সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন, যাতে সংক্রমণ দেহের অন্যত্র না ছড়ায়।
- সংক্রমণের জায়গাটা যতটা সম্ভব খোলা রাখতে হবে।
- শরীরের আক্রান্ত অংশে আঁচড় দেবেন না।
- শিশুদের ব্যাক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষা দিন।
- পোষ্য-প্রাণীর সংস্পর্শে আসার পর হাত ধুয়ে ফেলুন।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন।

দাদের চিকিৎসা

যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যতদিনের চিকিৎসা তা ততদিন চালিয়ে যেতে হবে।

- বর্তমানে ফাঙ্গাস-এর অনেক কার্যকর ওষুধ পাওয়া যায়। সাধারণত এন্টিফাঙ্গাল ক্রিম, মলম, ওয়েন্টমেন্ট, শ্যাম্পু, সলিউশন লাগালে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে সংক্রমণের নিরাময় হয়।
- কিন্তু সংক্রমণ দেহের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে এবং নখের সংক্রমণের ক্ষেত্রে মুখে খাবার এন্টি ফাঙ্গাল ওষুধ খেতে হয় ক্ষেত্র বিশেষে ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত।
- মাথার তালুর দাঁদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে মেডিকেটেড এন্টি-ফাঙ্গাল শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হয়।

ফাঙ্গাল ওষুধ সেবনের আগে লিভারের কোনো সমস্যা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

Powered by:

NULIZA®
Luliconazole 1% cream

Scientific Partner:

nuvista
care. unconditional.